R. N. No 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.— WB/MSD—4

সুবর্ণ সুযোগ
Aristocrat Bonus Luggage-
এর সঙ্গে দিচ্ছে চমকপ্রদ উপহার
(খুব অল্প দিনের জন্য)
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া
ফোন : ৫৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই পৌষ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
১লা জানুয়ারী ১৯৯২ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

মহকুমায় এলোপাতাড়ি সিডিউল্ডকাষ্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমায় সঠিক তদন্ত না করে এলোপাতাড়ি সিডিউল্ডকাষ্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সব সার্টিফিকেটের জোরে স্কুল কলেজে ষ্টাইপেণ্ড, চাকরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুব্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এক উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে জানা যায় ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে বেশ কিছু কর্ম্মচারী ভুয়া সার্টিফিকেটের জোরে চাকরী ও প্রোমোশনের সুযোগ নিয়েছেন। অভিযোগ মালদার আইহো স্কুল থেকে বহু ছাত্রকে এইরূপ বে-আইনী সিডিউল্ডকাষ্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই শংসাপত্রের জোরে ব্যারেজে সুবিধা নিয়ে অনেকে উচ্চ পদে প্রোমোশন পেয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরেও অনেকে মিথ্যা সার্টিফিকেটের জোরে শিক্ষকতা ও সরকারী চাকরীতে সুযোগ সুবিধা নিয়ে চলেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষার অবমূল্যায়নের জন্য দায়ী শিক্ষক সমাজ

আনিসুর রহমান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সদরঘাটে নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ততম জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রাথমিক শিক্ষকরা ছাড়াও বহু সংগঠনের সদস্য ও সাধারণ মানুষের সমাগম হয়। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে জঙ্গিপুরের সাংসদ জয়নাল আবেদিন বলেন—সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ দেশের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকদেরই সুযোগ রয়েছে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। সংঘবদ্ধ ছাত্রশ্রেণীর সামনে আদর্শ পথ প্রদর্শনের। কংগ্রেসের ধারাবাহিক অপপ্রচারের বিরোধিতা করে তিনি বলেন—কংগ্রেস দেশের সমস্ত সরকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত শিক্ষা জগতেও এসে পড়বে। এর বিরুদ্ধে সজাগ হতে হবে। সিটুর জেলা সভাপতি তুষার দে সাধারণ মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলার কাজে শিক্ষকদের আত্ম নিয়োগের আহ্বান জানান। বি জে পির সন্ত্রাস এবং এই মহকুমার সিদ্ধিকালীতে সি পি এমের সমর্থকদের হত্যা করে তাঁরা যে বিভ্রান্তি ও ভীতির প্রচার চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াতে বলেন। সি পি এম নেতা ও (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

এন টি পি সি'র বহু টাকার বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী

নবারুণ পয়েণ্ট : ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ বিভাগের বহু টাকার বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী রয়েছে বলে জানা যায়। খবর এফ এস টি পি পি বিহার উড়িষ্যা ও ডি ভি সিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু কোন সংস্থা ঠিক মত বিল আদায় না দেওয়ায় এই প্রকল্পের পাওনা ২৭৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা আজও অনাদায়ী রয়েছে। সব থেকে বেশী পাওনা রয়েছে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের কাছে। অন্য দিকে বিহার ও উড়িষ্যা থেকে নগদ দামে কয়লা কিনতে হওয়ায় এই প্রকল্পে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে বলে খবর। বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত তৃতীয় পর্য্যায়ের কাজ শুরুর টাকাও নাকি এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। নানা প্রতিকুলতা সত্ত্বেও এন টি পি সি গত মাসে ৭৮.৩৩% উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে।

বি জে পির একতা রথ যাত্রা

ফরাক্কা : বি জে পির একতা রথ যাত্রার অংশ হিসাবে গত ২৫ ডিসেম্বর এখানে একতা রথযাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় বি জে পি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, জেলা সভাপতি প্রণব ব্যানার্জীর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। মুর্শিদাবাদের রাজেন্দ্র ত্রিবেদীর নামে এই রথের নামকরণ হয়। রথটি ব্যারেজ প্রদক্ষিণ করে বেনিয়াগ্রাম, অর্জুনপুর, ধুলিয়ান, অরাঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর হয়ে বহরমপুরের পথে যাত্রা করে। ১১ জানুয়ারী উত্তরবঙ্গ থেকে আর একটি অংশ বহরমপুরে এলে দুই অংশে মিলিতভাবে কলকাতা রওনা হবে বলে বি জে পি সূত্রে জানা যায়। অপর এক সংবাদে প্রকাশ সারা ভারতে সংঘটিত এই রথযাত্রার বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর ফরাক্কায় এক প্রতিবাদ সভা হয়। এই সভায় বক্তা হিসাবে ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার (শেষ পৃঃ দ্রঃ

সেরা কার্ড, সঠিক দাম,
কার্ডস্ কেয়ার" তারই নাম॥
কার্ড! কার্ড!! কার্ড!!!
শুভ বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গ্রীটিংস্, ইনভাইটেশন, ভিজিটিং ইত্যাদি সমস্ত প্রকার অত্যাধুনিক ডিজাইনের কার্ডের বিপুল সম্ভারে সজ্জিত হয়ে শহরে সর্বপ্রথম একমাত্র কার্ডের শোরুম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল—
কার্ডস্ কেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—আর জি জি ১১২
(এখানে জেরক্স ফটোকপি করা হয়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার ১৩৯৮ সাল

বর্ষবিদায়

১৯৯১ বিদায় লইয়াছে। ১৯৯২ তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। পুরাতন ইংরাজী বর্ষ বিদায় দিয়া নববর্ষকে আন্তরিক আহ্বান জানান হইয়াছে। নববর্ষের পদযাত্রার মধ্যে নানা আশা সফল হইবার স্বপ্ন জাগিয়াছে সকলের মনে। বিগত বৎসরে যাহা আশা করিয়াও পাওয়া যায় নাই, তাহা নববর্ষে পাইবার আশা মনে মনে বাসা বাঁধিয়াছে। বস্তুতঃ আশা আছে বলিয়াই মানুষ বাঁচিয়া আছে। নহিলে সংসার যাত্রার পথে দুঃখ দুর্দ্দশা সহ্য করা সম্ভব হইত না।

বিগত বৎসরের নানাবিধ ঘটনাবলীর প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। ইরাকের আত্মম্ভরিতা ধ্বংসে আমেরিকার রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ইরাকের সর্বাত্মক পরাজয়, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি বিগত বৎসরের অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় ঘটনা। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক বিপর্য্যয় এবং সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা এবং যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ হইতে পশ্চাদপসারণ বিগত ১৯৯১ এর তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। যে সাম্যবাদী চিন্তার অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বিগত বৎসরে তাহার ক্ষয়িষ্ণু রূপ বিশ্ব-জনমনকে চমকিত করিয়াছে। ফলস্বরূপ আজ সাম্যবাদী শাসন মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া অবলুপ্তির দিন গণনা করিতেছে বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আগত বৎসরে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বোধ হইতেছে। যুগের সন্ধিক্ষণে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সিংহকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইয়াও কংগ্রেস ভারতের শাসনকর্তা হইয়া দেশের শাসন চালাইতেছে। দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিতেছে। সমস্যার পর সমস্যা দেশকে ভয়াবহতার দিকে লইয়া চলিয়াছে। দেশের অর্থনীতি নূতন দিকে মোড় লইয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণভারে দেশ জর্জরিত। খাদ্য, বস্ত্র আহার্য্যের মূল্য উর্দ্ধমুখী। দারুণ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দেশবাসীকে দিন যাপন করিতে হইতেছে। তথাপি শত দুঃখের মধ্যেও নববর্ষে নূতন আশার কল্পনা মানুষকে স্বপ্ন দেখাইতেছে। বিগত বৎসরে আমরা শপথ লইয়াছি নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হইবার। বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করিয়াছি। নববর্ষের অবসানের পূর্বেই দেশের একটিও মানুষ নিরক্ষর থাকিবে না বলিয়া আশা করিতেছি। আশা করিতেছি সমস্যার গরিষ্ঠ অংশই দূরীভূত হইয়া নববর্ষের দিনগুলির মধ্যেই আমাদের দেশকে সমস্যামুক্ত করিবে। বর্তমান বৎসরেই সকলের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইবে এই শুভ কামনা সকলকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

অধ্যাপকদের ক্লাস না নেওয়া প্রসঙ্গে

মহাশয়, আপনার পত্রিকায় জঙ্গিপুর কলেজ সম্বন্ধে যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক ও সময়মাফিক বলে আমি মনে করি। ঐ সংবাদে বলা হয়েছে অধ্যাপকদের প্রায়শঃ অনুপস্থিতির কারণে ছাত্ররা বিপাকে পড়েছে। উল্লেখ্য কিছুদিন আগে কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে তাঁরা যেন সপ্তাহে একদিনের বেশী অফ না নেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায় ইউ জি সি সারকুলারে পরিষ্কার জানানো হয় যে বছরে অন্ততঃপক্ষে ১৮০ দিন ক্লাস নিতেই হবে। এখানে অধ্যাপকরা ঐ নিয়ম মানছেন কিনা সন্দেহ আছে। আরো জানা যায় কলেজ অধ্যাপকদের হাজিরা খাতা অধ্যাপকদের কমনরুমেই নাকি পড়ে থাকে। তাই অধ্যাপকদের সঠিক হাজিরা বোঝার কোন উপায় নেই বলেই মনে হয়।

জনৈক অভিভাবক,
জঙ্গিপুর

আর একটি বেসরকারী সঞ্চয় সংস্থা পাততাড়ি গুটালো প্রসঙ্গে

আপনার ৩০ অক্টোবর '৯১ এর পত্রিকায় মুর্শিদাবাদ ফিন্যান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট (ই) লিঃ নামে একটি সঞ্চয় সংস্থা পাততাড়ি গুটিয়েছে বলে জানা যায় খবরে কোম্পানীকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু সংবাদটি সত্য নয়। এই সংবাদ কোম্পানীর সুনাম ক্ষুন্নকর এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিকর। তারজন্য কোম্পানী ঐ সংবাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যার কথা সংবাদে বলা হয়েছে সেই নাজিবুল হক এই সংস্থার কেউ নয়। সে অন্য কোম্পানীর লোক। সঙ্গে সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও সামশুজোহা বিশ্বাস প্রভৃতিদের লইয়া কোম্পানীর নামে জাল কাগজপত্র ছাপিয়ে বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে জনগণকে আমাদের কোম্পানীর নামে প্রতারণা করছে জানতে পেরে কোম্পানী হারুয়া অঞ্চল প্রধান, উপ প্রধান, এস ডি ও জঙ্গিপুর এবং এস পি এনফোর্সমেন্ট শাখা বহরমপুর প্রভৃতিকে এর প্রতিকারের দাবী জানিয়েছে। আপনার পত্রিকায় এটা ছাপিয়ে জনগণকে অবহিত করলে বাধিত হব।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
মুর্শিদাবাদ ফাইন্যান্স এণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেন্ট (ই) লিঃ
ইসলামপুর, পোঃ হাসানপুর
মুর্শিদাবাদ

চক্ষু অপারেশন শিবির

জঙ্গিপুর : গত ২০ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন ক্লাবে এক চক্ষু অপারেশন শিবির খোলা হয়। ৯৭ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন করেন বিশিষ্ট সেবাব্রতী চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সরোজ সিংহ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী। অপারেশন শেষ হবার মুখে পিনাকীবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

একটি আবেদন

বহুতালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীভোতনচন্দ্র দাসের (৪৩) দুটি কিডনিই আজ অচল। কোলকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। তাঁর কিডনি পরিবর্তনের জন্য তাঁকে ভেলোর ক্রীশ্চান হাসপাতালে পাঠানোর জন্য বহুতালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা, বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য মানুষের সাহায্য দরকার। তাঁদের দান সম্পাদক ভোতনচন্দ্র দাস সাহায্য কমিটি পোঃ বহুতালী, ভায়া রাজগাঁ (বীরভূম) জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

সাক্ষরতা প্রসার সভায় দলের চাঁদা আদায় নিয়ে গোলমাল

সাগরদীঘি : গত ১০ ডিসেম্বর স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বি ডি ও যুগ্মভাবে স্থানীয় রাধা সিনেমা হলে সাক্ষরতা প্রসারে সভা আহ্বান করেন। সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেন। সভাপতি নিত্যসন্তোষ চৌধুরী ও বিডিও সুশোভন দাস সাক্ষরতা প্রসারের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বর্ণনা করেন। জেলা পরিষদের সহ সভাপতি নিজামুদ্দিন সেখ দীর্ঘ ভাষণে বলেন সমগ্র জেলায় ১৫ লক্ষ লোককে সাক্ষর করা হবে বলে স্থির হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষের মধ্যে ৬ লক্ষ ১৫ হাজারকে সাক্ষর করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিরক্ষরের সংখ্যা সাগরদীঘিতেই সব থেকে বেশী। মোট ১৯ হাজার ৮শ ৫০ জন। এই সব বক্তব্যের মধ্যে সভা যখন বেশ জমজমাট তখন হঠাৎ এক সি পি এম কর্মী কৌটো নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্টি ফাণ্ডের চাঁদা তুলতে গেলে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে থাকেন। বিধায়ক পরেশ দাস অবশ্য সকলকে বুঝিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন ও পার্টি কর্মীটিকে সরিয়ে দেন। এরপর আবার সভা শুরু হয়। গ্রাম প্রধানগণ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেসের বিশ্বনাথ রামসোনার, আর এস পির তারাত আলী, সি পি আই পক্ষে সহকারী পঞ্চায়েত সভাপতি বক্তব্য রাখেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। স্থানীয় জনৈক শিক্ষক নারায়ণ ঘোষ চৌধুরী বলেন সাগরদীঘি গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অন্য গ্রামগুলি থেকে বেশী, তাই এখানে সভা সমিতি করে সাক্ষর অভিযানের কোন সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং নিরক্ষর প্রধান গ্রামগুলিতে সভা সমিতি, বৈঠক প্রভৃতি করে মানুষজনকে প্রভাবিত করা উচিত। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক শিক্ষক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের দেওয়াল লিখন, পথসভা, বৈঠক, আসর প্রভৃতির মাধ্যমে সাক্ষরতার প্রসারে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। মোরগ্রাম গ্রাম সমিতির আখলেমা খাতুন ‘নিরক্ষরতার দুঃখ’ অভিনয় করেন এবং সবশেষে বর্দ্ধমান জেলার সাক্ষরতা প্রসারের উপর ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

এল ডব্লু এসের গ্রামীণ নাটক প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে গত ১৯ ডিসেম্বর লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ব্যবস্থাপনায় ও অর্থানুকূল্যে সাগরদীঘি প্রকল্পের গ্রাম সমিতির পরিচালনায় গ্রামীণ নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর নাট্যগোষ্ঠীর ‘সন্ধান’, দুর্গাপুর গ্রাম সমিতির ‘শেষ থেকে শুরু’, থৈরাটি মহিলা সমিতির ‘জোট” চৌরদীঘি গ্রাম সমিতির ‘নিরক্ষর কেন’, টসপাড়া গ্রাম সমিতির ‘একটু আলো’, উলাডাঙ্গা মহিলা সমিতির ‘পণ দেব না, পণ নেব না’ এবং ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ‘নূতন সূর্য্য’ নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চন্দ্রশেখর ঘোষ হাস্যকৌতুক ও একটি কিশোর হরবোলা পশুপাখীর ডাক শোনান। এল ডাব্লু এসের মুর্শিদাবাদ প্রকল্পের সহ প্রকল্প সংযোগকারী সুখেন্দুবিকাশ বৈদ্য সাগরদীঘি অঞ্চলে লুথারেনের কার্য্যাবলী বর্ণনা করেন। মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার নাটকে ১ম থৈরাটী মহিলা সমিতি, ২য় ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও ৩য় বিষ্ণুপুর নাট্য গোষ্ঠীকে পুরস্কৃত করেন। বিচারক ছিলেন কমলারঞ্জন প্রামাণিক, বিশ্বনাথ দাস ও জোসেফ সানকাটা।

সাক্ষরতা কর্মসূচীতে পথযাত্রা

জঙ্গিপুর : গত ১৯ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের উদ্যোগে সাক্ষরতা প্রসারের প্রাথমিক কর্মসূচী হিসাবে এক পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক ও সর্বস্তরের উৎসুক বহু মানুষ এই পথযাত্রায় অংশ নেন। এই ব্লকে সাক্ষরতার হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫% এবং সর্বমোট ২২%। মহকুমার ৬ লক্ষ ১৫ হাজার নিরক্ষরের মধ্যে এই ব্লকে নিরক্ষরের সংখ্যা ৭৩৭০০ জন। ১৯৮৮ সালের ৫ মে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গঠন করে ৯৫ সালের মধ্যে সকলকে সাক্ষর করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই কর্মসূচী ৮৭ সালে নেওয়া হলেও তা ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান ও নাটকের মাধ্যমে প্রচার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ক্লাব বিশেষ করে জোতকমল নব তরুণ সংঘ, মিঠিপুর ও সেকেন্দ্রা পাঠাগার এই কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজন প্রায় ৭৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক। এর জন্য জেলা থেকে মাত্র ৭ জন রিসোর্স পার্সন পাঠানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার, বিধায়ক আব্দুল হক, পূর্বতন বিধায়ক হাবিবুর রহমান ও জেলা পরিষদ সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সম্মতিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, থামরাভাবকী জুনিয়র হাই স্কুল, গিরিয়া কিসমত প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেঘরী পি এইচ সি মেডিক্যাল টিম এই পথযাত্রায় অংশ নেন। পথযাত্রা আরম্ভ হয় জঙ্গিপুরের মহালদার পাড়া থেকে এবং শেষ হয় আট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জঙ্গিপুর ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসের সামনে এসে।

বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ ডিসেম্বর স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের এ্যাঃ ইনজিনিয়ার ও ষ্টেশন সুপারের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে বেআইনী বিদ্যুৎ সংযোগের অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের রামপুরা গ্রামের উপ প্রধানের বাবা রতনলাল হাজরা, দেবব্রত সরকার এবং কাশিয়াডাঙ্গার পঞ্চানন সরকারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়। এঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু বিদ্যুতের তারও উদ্ধার হয় বলে খবর।

দায়ী শিক্ষক সমাজ

(১ম পাতার পর)

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা মন্ত্রী আনিসুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরাজী বাদ দেওয়া ও প্রাথমিক শ্রেণীতে পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ায় যে বিরূপ সমালোচনা চলছে সে সম্বন্ধে বলেন পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করেই এসব করা হচ্ছে। বাম রাজত্বে চোদ্দ বছরে শিক্ষা জগতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যা বেড়েছে। ব্যয় সংকুলানের জন্য পঃ বঙ্গের বাম সরকার রাজস্বের ২৮% শিক্ষা প্রসারে ব্যয় করেন। তিনি শিক্ষার অবমূল্যায়নে শিক্ষকদের দায়ী করেন। তিনি বলেন জনসাধারণকে সচেতন করার দায়িত্ব শিক্ষকদের কিন্তু তা তাঁরা সঠিকভাবে পালন করেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও সমিতির জেলা চেয়ারম্যান অরুণ ভট্টাচার্য্য। অরুণ ভট্টাচার্য্য তাঁর বক্তব্যে বলেন স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলি প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁরা সব সময়েই বামফ্রন্টের দোষগুলিকেই বড় করে প্রচারে সচেষ্ট। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, রঘুনাথগঞ্জ শাখা নাটক পরিবেশন করে সদরঘাটে এবং জঙ্গিপুর হাই স্কুলে গত ২৮-২৯ ডিসেম্বর। নাটক ‘আমি তোমাদেরই লোক’ এবং আবৃত্তি আলেখ্য ‘লেনিনের স্মৃতি’ রচনা, নির্দ্দেশনা ও পরিচালনা করেন বিমান চ্যাটার্জী।

বর্দ্ধিত বিদ্যুৎ মূল্যের প্রতিবাদে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ ডিসেম্বর সাগরদীঘি বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উদ্যোগে সমস্ত মিল মালিকরা সংস্থার সভাপতি শিবশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির এবং মাসিক মিনিমাম চার্জের দাবীতে এক বিক্ষোভ মিছিল সাগরদীঘি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভকারীরা ষ্টেশন সুপারের কাছে একটা দাবীপত্রও পেশ করেন। এতে ১৯৪৮ সালে ৫৭, ৫৭/এ ধারা অমান্য করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন বেআইনী-ভাবে বিদ্যুৎ এর চার্জ বৃদ্ধি করেছেন বলে অভিযোগ করে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করতে দাবী জানান হয়েছে। এরই প্রতিবাদে তাঁরা বিদ্যুৎ বিল বয়কট শুরু করেছেন বলেও জানা যায়। খবর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মিল মালিকরাও রঘুনাথগঞ্জ গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর ষ্টেশন সুপারের কাছে বিদ্যুৎ চার্জ বাড়ার প্রতিবাদে এক স্মারকলিপি পেশ করেন গত ২৭ ডিসেম্বর।

চিত্তরঞ্জন মার্কেটে আগুন

ফরাক্কা : গত ২৮ ডিসেম্বর রাত প্রায় ২টো নাগাদ স্থানীয় চিত্তরঞ্জন মার্কেটে ননী সাহার ষ্টেশনারী দোকানে আগুন লাগে। স্থানীয় দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে এসে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এর মধ্যেই দোকানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে প্রায় লক্ষ টাকার পণ্য-সামগ্রী পুড়ে যায়। ঐ দোকানটিকে বাঁচান না গেলেও দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আশপাশের কোন দোকানের ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে কংগ্রেস

ধুলিয়ান : গত ২২ ডিসেম্বর সমসেরগঞ্জ থানার চাচণ্ডা হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে চারটি আসনই কংগ্রেস লাভ করেছে। নির্বাচনে সি পি এম, আর এস পি, বি জে পি ও কংগ্রেস নিজ নিজ দলীয় প্রার্থী দাঁড় করান।

রক্ত পরীক্ষার শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : আজ ১ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'বস্'। ১০৬ জন যুবকের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। ঐ সংস্থার প্রতিনিধি হরিপ্রসাদ সাহা জানান, জরুরী প্রয়োজনে রোগীরা বিনামূল্যে রক্ত পেতে পারেন। হাসপাতালে ঐসব যুবকদের নাম ঠিকানা রক্তের গ্রুপ সমান্বিত তালিকা পাওয়া যাবে এবং 'বস' এর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং প্রচুর যুবক-ছাত্র।

পাইপগান কার্তুজ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ ডিসেম্বর বিকেলে গঙ্গা এ্যান্টিইরোসন অফিস চত্বর থেকে পুলিশ ৪ জন সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করে। আরো ২ জন পালিয়ে যায়। ৪ জনের কাছ থেকে ৩টি পাইপগান ও ১টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা সুতি থানার ওমরাপুর গ্রামের বাসিন্দা। এরা সম্মতিনগর যাচ্ছিল বলে জানা যায়।

একতা রথযাত্রা

(১ম পাতার পর)

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবি কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, স্থানীয় ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মাইনুল হক ও আই এন টি ইউ সির, নেতৃবৃন্দ। বক্তারা সকলেই বি জে পির ধর্মীয় রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করেন। কয়াকা ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি তারিকুল ইসলামের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপেরও নিন্দা করেন। ধুলিয়ান পুরসভার কমিশনার প্রকাশ সিং বি জে পি দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কারণ বর্ণনা করে তাঁর এই পদক্ষেপকে প্রশংসা করেন।

★ বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান ★

স্থান : মোরগ্রাম বাসষ্ট্যাণ্ড মাঠ

তারিখ : ১২ই জানুয়ারী '৯২ রবিবার (২৭শে পৌষ '৯৮)

সময়—রাত্রি ৯টা

:: মহঃ আজিজ ও পাপিয়া নাইট ::

বিশেষ অতিথি—মুনমুন সেন

তৎসহ

কুণাল দত্ত, কুমার অভিজিৎ, নৃপেন পাল, রেশমা সিং, শেফালী ও আরও অনেকে।

প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন

বিশেষ সুযোগ

বাজার অপেক্ষা কম দামে

আসল কাশ্মীরী শাল

১০% রিবেটে পাওয়া যাইবে।

আসুন

সংগ্রহ করুন

মহাবীর বস্ত্রালয়

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ

ফোন নং : আর জি জি ১০৭

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।